ব্যাপার নিয়ে যে মন্তব্যগুলো লিখেছ, তা তোমার স্মৃতিকথার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। ধর্মীয় ব্যবস্থার সমালোচনা যদি এইভাবে করতে চাও, তাহলে তার প্রতিক্রিয়াও তোমাকে সহ্য করতে হবে। কারণ ইসলামে পয়গম্বর সম্পর্কে, তাঁর ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে কোনোও কথা বলা নিষিদ্ধ। তাঁর ছবি ছাপা নিষিদ্ধ। এটা ভাল হোক, মন্দ হোক, সমাজের স্বার্থে এটা তোমাকে মেনে নিতেই হবে। অনেক মানুষের বিশ্বাস নিয়ে খেলা করা চলে না।

শেষ প্রশ্ন, কবি ও কথাসাহিত্যিক হিসেবে আপনি তসলিমাকে কতটা দক্ষ, যোগ্যতাসম্পন্ন বলে মনে করেন?

সুনীল: প্রথমেই বলব, ওর সাহস দেখেই ওর লেখায় আকৃষ্ট হয়েছিলাম। ও যে কলামগুলো লিখত, সেই গুলোর কথা বলছি, মেয়েদের প্রতি সমাজের যে প্রবল অত্যাচার, অবহেলা, দমন করে রাখার চেষ্টা, তার বিরুদ্ধে ওর লেখা আমার ভাল লেগেছিল। আগেও অনেকে এ সব নিয়ে লিখেছেন, এমন নয় যে, ও-ই প্রথম এ সব নিয়ে লিখল। মেয়েদের জীবনের কথার সঙ্গে সঙ্গে ওর নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়েও অনেক কথা তখন লিখেছে। ওর গায়ে এসে রাস্তার ছেলেরা সিগারেটের ছ্যাঁকা দিয়েছে— এই সব। ওর গদ্যও বেশ পরিষ্কার, ধারালো গদ্য, অনেকের গদ্যের মধ্যে এক ধরনের ধোঁয়াটে ধোঁয়াটে ভাব থাকে। কিন্তু তসলিমা সেদিক থেকে সোজাসুজিই লিখত, পছন্দ হয়েছিল। প্রথম ওর কবিতাই দেখেছিলাম, ওর কবিতার মধ্যেও একটা সহজ আন্তরিকতার ছাপ আছে। কিন্তু পরে ও যেগুলো উপন্যাস হিসেবে লেখার চেষ্টা করেছে, সেগুলো সম্পর্কে বলব, ওর ঠিক উপন্যাস লেখার হাত নেই। উপন্যাস মোটেই লিখতে পারে না। উপন্যাসের আঙ্গিক অত সহজ ব্যাপার নয়। চরিত্রের বিশ্লেষণও ওর ঠিক আসেনি। 'লজ্জা' উপন্যাসে তখনকার দিনের কয়েকটা ঘটনার পরিচয় আছে বটে, কিন্তু উপন্যাস হিসেবে ঠিক দাঁড়ায়নি। সেই সময়ে আমি ওকে বলেছিলাম— সমাজের ঘটনাগুলোর বর্ণনা যখন দিয়েছ, তখন আরও দু-একটা ঘটনার পরিচয় তোমার দেওয়া উচিত ছিল। সমস্ত মুসলমান হিন্দুদের বিরুদ্ধে, হিন্দুদের তাড়াবে, হিন্দুদের প্রতি হিংসামূলক কাজ করেছে— এটা তো সত্য নয়। অনেক মুসলিম পরিবার হিন্দুদের বাঁচিয়েছে, আশ্রয় দিয়েছে। তাদের মতো কয়েকটা চরিত্র থাকা উচিত ছিল। শেষটা অতি নাটকীয়, উপন্যাস হিসেবে দুর্বল।

আরও একটা প্রশ্ন এসে গেল, কোনোও কোনোও বুদ্ধিজীবীর আশঙ্কা নিয়ে কী আরও কিছু বলতে চান?

সুনীল: হ্যাঁ, কেউ কেউ তো বলছেন, আমরা অকারণে রজ্জুতে সর্প ভ্রম করছি এবং নিজেদের বেশি বেশি উদার প্রমাণ করার চেষ্টা করছি। এ প্রসঙ্গে আমার পরিষ্কার কথা হচ্ছে, বইটা যখন কলকাতায় আসে তখন রমজানের মাস চলছে। বিভিন্ন মসজিদে বইটা নিয়ে আলোচনা হয়েছে, সে খবরও আমরা পেয়েছি। উৎসব শেষ হওয়ার পরেই পয়গম্বরকে অপমান করা হয়েছে— এই ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ছিল, এমন খবরও ছিল। সেজন্যই আমরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলাম, স্ফুলিঙ্গকে বারুদের কাছে যেতে দিইনি। উস্কানি দেওয়ার লোকের তো অভাব হয় না, তাই শঙ্কায় ছিলাম। সুযোগ নিয়ে কে কী করত, কে বলতে পারে। নিরীহ মানুষের জন্যই সরকারকে এই সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে।